গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল
সি,জি,এ ভবন (২য় তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.tat.gov.bd

বিষয়ঃ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে গত ১৩-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত গণশুনানী অনুষ্ঠানের কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ মোহাম্মদ গোলাম নবী প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল।
স্থান	ঃ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সি.জি.এ ভবন (২য় তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
তারিখ	ঃ ১৩.০৬.২০১৯ খ্রিঃ
সময়	ঃ ১০:৩০ ঘটিকা।

কর্মকর্তা এবং গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকা - পরিশিষ্ট-ক

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ গোলাম নবী উপস্থিত সকলকে (সভাপতি, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাঃ, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল'ইয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা ট্যাকসেস বার এসোসিয়েশনসহ সন্মানীত করদাতাদের প্রতিনিধিগণ, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ সদস্যগণ এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিগণ) স্বাগত জানিয়ে গণশুনানী শুরু করেন। সভার শুরুতে অতিথিদের আসন শেষে গণশুনানীর সঞ্চালক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ গোলাম নবী উপস্থিত সকলকে গণশুনানীর আহবান জানান। অতঃপর গণশুনানীতে অংশ গ্রহণকারী সেবা প্রত্যাশীগণ স্বতস্ফুর্তভাবে তাঁদের মতামত/সমস্যাসমূহ উত্থাপন করেন। সঞ্চালক মহোদয় ধৈর্য সহকারে সকলের বক্তব্য শ্রবণ করেন। গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও সমস্যাসমূহের সার্বিক বিষয়বস্তু দফাওয়ারী নিম্নে বিবৃত হলোঃ-

ক্র/নং	গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত/সমস্যাসমূহ
০১	সদস্যগণ কর কমিশনার হিসেবে নয় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করণ, বিভাগীয় প্রতিনিধিদের জন্য ভিন্ন চেয়ার এর ব্যবস্হা করণ, ট্রাইবুনালের রুল হালনাগাদ করণ, সংশ্লিষ্ট কোর্টের পেশকার শুনানীর পূর্বে সংশ্লিষ্ট করদাতার নাম উচ্চস্বরে আহবান জানান করণ, কোর্ট চলাকালীন সময় মোবাইল বন্ধ করণ এবং ওপেন কোর্ট পরিচালনা করণ।
০২	মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়েরের সুবিধার্থে P/L account allow/disallow করার ক্ষেত্রে আলোচনা/যুক্তি করণ। মহামান্য হাইকোর্ট এর রায়ের ভিত্তিতে আবার অর্ডার করণ এবং ট্রাইবুনাল আদেশকে কর নির্ধারণী কর্মকর্তা বা আপীল কর্মকর্তারা reference হিসাবে নেওয়ার জন্য মতামত প্রদান।
০৩	কর আইনজীবী ও ট্রাইবুনালের সদস্যগণের Dress Code ব্যবহার নিশ্চিত করণ। শুনানী ও রায়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা যাতে না হয় এ কারণে শুনানীর সময় সংশ্লিষ্ট আপীলের উপর নোট রাখা।
০৪	ট্রাইবুনালের প্রতিটি বেঞ্চে ৩ জন সদস্য (২ জন সদস্য ও ১ জন জুডিশিয়াল সদস্য) এর সমন্বয়ে দ্বৈত বেঞ্চ চালুকরণ। ট্রাইবুনালের সদস্যগণ আপীল মামলা শুনানীতে শুনানীকৃত মামলায় নিরপেক্ষ রায় প্রদানসহ বিচার কার্যক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রভাবমুক্ত থাকা।
০৫	ট্রাইবুনাল থেকে মামলা নিস্পত্তির পরিসংখ্যান মহামান্য হাইকোর্টে প্রেরণের অনুরোধসহ বেঞ্চ টু বেঞ্চ একই বিষয়ে ভিন্ন রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধসহ। ট্রাইবুনালের রায় নিয়ে কর কমিশনারগণ যাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যদের কাছে অভিযোগ না করতে পারেন সে বিষয়ে ট্রাইবুনালে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করণ।
০৬	কর কমিশনার অনুমোদন করলে সেকশন-১২০ তে আপীল মামলা দায়ের করা হলে ট্রাইবুনালে যেন সু-বিচার পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণকরণ।
০৭	ট্রাইবুনালের স্হান সংকুলানের কারণে আগামীতে বড় পরিসরে এধরনের গণশুনানী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।
০৮	আইনজীবিদের বসার জন্য প্রতিটি বেঞ্চে আধুনিক চেয়ার টেবিল এর ব্যবস্হা গ্রহণ করণ।
০৯	কর আইনজীবীদের মধ্য হতে বিভাগীয় প্রতিনিধি নিয়োগকরণ এবং ট্রাইবুনালে কর্মরত সদস্যগনকে পরবর্তী কর্মস্থল হিসাবে কর কমিশনার হিসাবে পদায়ন করণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধকরণ।
১০	কর অঞ্চল ভিত্তিক গণশুনানীর আয়োজন করণ।

(চলমান পাতা-০২)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরঃ-

অনুষ্ঠানে আর কোন আলোচনার বিষয়বস্তু না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২/৮/২০১৯

(মোহাম্মদ গোলাম নবী)
প্রেসিডেন্ট
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল
ঢাকা।

বিতরণ(জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১. সভাপতি, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কার্স এন্ড ইন্ডাঃ, ঢাকা।
২. সভাপতি, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।
৩. সভাপতি, ঢাকা ট্যাকসেস বার এসোসিয়েশন, ঢাকা।
৪. সদস্য, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-১,২,৩,৪ ও ৫, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় প্রতিনিধি, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-১,২,৩,৪ ও ৫, ঢাকা।